স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

অক্টোবর ২০১৮

শিক্ষক দিবস

ডাঃ তাপস কুমার ঘোষ

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরু সাক্ষাৎ পরাব্রহ্মা
তসমই শ্রী গুরুদেব নমঃ।।

প্রাচীন ভারতে গুরুকে ঈশ্বরের সমতুল্য সম্মান করত শিষ্যেরা। 'গুরু' সংস্কৃত দুইটি শব্দের সমন্বয়ে হয়েছে। 'গু' অর্থে অজ্ঞানতার অন্ধকার আর 'রু' অর্থ অন্ধকার থেকে আলোয় গমন। অর্থাৎ 'গুরু' শিষ্যকে অচেতনতার অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। প্রাচীন ভারতে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে 'গুরু পূর্ণিমা' হিসাবে পালন করা হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতে গুরু পূর্ণিমা শিষ্যত্ব গ্রহণের দীক্ষা দেওয়া ও গুরুদক্ষিণার মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ এই শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিল। কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্রদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না।

একাদশ শতাব্দীতে প্যারিসে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে অক্সফোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে ক্রমশ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীতে নতুন করে 'শিক্ষক দিবস' পালনের ইচ্ছা জাগে।

আর্জেন্টিনায় এক প্রিয় শিক্ষক Domingo Fanstino Sarmiento-র মৃত্যু হয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। সেই থেকে আর্জেন্টিনায় প্রতিবছর ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। বস্তুত বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দিনে শিক্ষক দিবস পালন করে। মূলত সেই স্থানের কোনো প্রিয় শিক্ষকের জন্ম বা মৃত্যুদিন অথবা শিক্ষা বিস্তারের কোনো এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে। যেমন মালয়েশিয়াতে ১৯৫৮ সালের ১৬ মে শিক্ষা সংক্রান্ত রজক রিপোর্ট অনুমোদিত হয়। তাই মালয়েশিয়ায় প্রতিবছর ১৬ মে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। তাইওয়ান, চীন ও হংকং-এ কনফুসিয়াসের জন্মদিন ২৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর প্রথম শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর আমাদের দেশে শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, শিক্ষক, দার্শনিক রাষ্ট্রনেতা ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্ম ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও অনুরাগী মিলে তাঁর জন্মদিন পালনের আয়োজন করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। সেই অনুষ্ঠানে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বক্তৃতায় জানান, আলাদাভাবে তাঁর জন্মদিন পালন না করে যদি এই দিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালন করা হয় তবে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করবেন। তাঁর ইচ্ছাকে রাষ্ট্র মর্যাদা দিলে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বত্র শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

শিক্ষক দিবসে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও আশীর্বাদের মাধ্যমে শাশ্বত শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ব্যক্ত হয়।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ৫ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে UNESCO ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা শুরু করে, ১২ অক্টোবর বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ১৯৯৪ খৃস্টাব্দের ৫ অক্টোবর থেকে প্রায় একশোটি দেশে 'শিক্ষক দিবস' পালন শুরু হয়। তাই ৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর বর্তিকা যত পৃথিবীকে অলোকিত করবে, তত শিক্ষক দিবসের মর্যাদা মানব সমাজে ছড়িয়ে যাবে।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যদিবস ১০ অক্টোবর

ডাঃ বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট বলছে, ২০২০-২৫ সালের মধ্যে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের পরে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নেবে মেন্টাল ডিপ্রেশন। মানসিক অবসাদজনিত চাপে ভেঙে যাচ্ছে মানবিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্খাগুলো। অনেকদিন অবসাদে ভুগতে থাকলে রোগী মৃত্যু চিন্তায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। ভাবে, কোনোমতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারলে তার শান্তি। কেউবা ভাবে, মরে গেলে সংসারে সবার কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। অবসাদে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, তার আর খেলাধুলায় মন বসে না, সবসময় সে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। সারাদিন দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। এদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। অনেক ডিপ্রেশনের রোগী থাকেন যারা অবসাদে নিজেকে লুকিয়ে বাইরে হাসিমুখে থাকেন। রাস্তায় দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন তিনি সুখে আছেন। আত্মহত্যা জাতীয় হঠাৎ মারাত্মক কোনো অঘটন না ঘটলে বোঝাই যায় না যে তিনি আসলে কতটা ডিপ্রেস্‌ড ছিলেন।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে বেড়েছে হতাশা, টেনশন, অবসাদ (DEPRESSION)। কারো খুব টেনশন বোধ হচ্ছে—একথা বললে সকলেই বুঝব, উনি খুব মানসিক 'Pressure' বোধ করছেন। কিন্তু 'Tension' আর 'Pressure' তো দুটি বিপরীতার্থক শব্দ, অথচ ক্ষেত্র বিশেষে তারা সমর্থক। 'টান' মানে 'চাপ'? 'মনকেমন' আর 'মন খারাপ'— যেন দুই যমজ ভাই। লোকে তা গুলিয়ে ফেলে। মনকেমনের মধ্যে একটা ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন রয়েছে। সে তুলনায় মনখারাপের তরঙ্গ বেশ বেতালা। কখনও আস্তে, কখনও জোরে। কখনও বা নিঝুম, নিঃসাড়, কোমা স্টেজ। শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রায়ই সংবেদনশীলতার অজুহাতে মন খারাপ-কে চিরসঙ্গী করে নেন।

নানাবিধ মানসিক অবসাদ (Mental Depression) যেমন (১) ইউনিপোলার ডিপ্রেশন, (২) বাইপোলার ডিপ্রেশন, (৩) সেকেন্ডারি ডিপ্রেশন উইথ ওসিডি (অবসেসিভ কমপালসিভ ডিস অর্ডার), (৪) সাইক্রোথাইমিক ডিপ্রেশন, (৫) ডিসথাইমিক ডিপ্রেশন, (৬) সিজিন্যাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার, (৭) নিউরোটিক ডিপ্রেশন, (৮) ডিপ্রেসিভ এপিসোড উইথ স্রিজোঅ্যাফোক্টিভ ডিসঅর্ডার, (৯) এন্ডোজেনাস ডিপ্রেশন, (১০) রিঅ্যাক্টিভ ডিপ্রেশন, (১১) এজিটেটেভ ডিপ্রেশন, (১২) মাস্কড বা স্মাইলিং ডিপ্রেশন, (১৩) অ্যানাক্লিটিক ডিপ্রেশন, (১৪) পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন, (১৫) মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

১৯৯০ সালে মানসিক রোগ প্রতিরোধের জন্য সমাজ এ ব্যাপারে সচেতন করার কাজে Mental Health Awareness Week পালন করা হয় 30th March থেকে 5th April। ১৯৯২ সালে World Federation of Mental Health দ্বারা বিশ্বব্যাপী ১৫০টি দেশে ১০ই অক্টোবর প্রথম World Mental Health Day পালন করে। ২০১৭ সালের Slogan বা থিম হল "Depression— Lets Talk, অর্থাৎ হতাশা বা অবসাদ নিয়ে আসুন, আমরা আলোচনা করি। ২০১৬ সালের slogan হল— "Dignity in

এরপর দুয়ের পাতায়

৮ সেপ্টেম্বর—বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস

লুৎফুল আলম

ইউনেস্কো (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ২৬ অক্টোবর ১৯৬৬ সালে তাদের জেনারেল কনফারেন্স থেকে ৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে প্রথম এই দিনটিকে সাড়ম্বরে সমগ্র পৃথিবীতে পালন করা হয়। এই দিনটি পালন করার মূল লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, সমগ্র জাতির মধ্যে এবং সমস্ত সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার বৃদ্ধি করা। ২০১৮ সালে ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার দিনটিতে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালিত হবে মূলত স্মরণ করার জন্য যে বিশ্বে সাক্ষরতার পরিস্থিতি কি এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে আন্তর্জাতিক স্তরে কি অবস্থায় আছে। এই বছর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের বিষয়বস্তু হল--- "সাক্ষরতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি।" ২০১৭ সালের বিষয় ছিল--- "ডিজিটাল জগতে সাক্ষরতা।"

পৃথিবীর ৭৭৫ কোটি বয়স্ক মানুষ সাক্ষরহীন। পৃথিবীর প্রতি ৫ জন বয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন নিরক্ষর, এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই হল বয়স্ক মহিলা। ৬০.৭ কোটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে। অনেকেই আবার বিদ্যালয়ে অনিয়মিত যাতায়াত করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই স্কুল ছুট হয়ে যায়।

২০০৭ ও ২০০৮ সালে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের বিষয়বস্তু ছিল--- "সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য"। বিশেষ করে ২০০৮ সালে জোর দেওয়া হয়েছিল সংযোগের মাধ্যমে রোগ বিস্তারের উপর যথা—এইচ আই ভি বা এড্‌স, যক্ষ্মা রোগ ও ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। ২০০৯-২০১০ সালে জোর দেওয়া হয়েছিল— সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়ণ। বিশেষ করে নারী-পুরুষকে সমান চোখে দেখা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ণ। ২০১১-১২ সালের বিষয়বস্তু ছিল— "সাক্ষরতা ও শান্তি।"

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের গুরুত্ব--- বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে যাবে। জন ডিউইর মতে— "শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা নিজেই জীবন।" শিক্ষার কোন সীমাবদ্ধতা বা সীমানা নেই। জমাট বাঁধা কয়লার মধ্য থেকে একখণ্ড হীরা তুলে আনার নামই হল শিক্ষা। শিক্ষার মত শক্তিশালী কোনো বস্তু নেই। আমরা বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করব ক্ষমতা বিতরণের লক্ষ্য পূরণের জন্য।

এই বছর ৮ সেপ্টেম্বর দিনটি হবে সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের ৫১তম বছর। ইউনেস্কো এই বছর সাক্ষরতা দিবস পালন করবে এই স্লোগান নিয়ে— "অতীতকে পড়, ভবিষ্যতের জন্য লেখ।" সমগ্র পৃথিবী এই দিনটি উদযাপন করবে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন।

ইউনেস্কো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই দিনটি উদযাপন করা হবে যাতে করে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র, অস্বস্তিকর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা যায়। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জাগ্রত করা হবে যাতে করে তারা তাদের অধিকার বোধ সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন হতে পারে। সাক্ষরহীন মানুষ অনেক জায়গায় প্রতিদিন অপমানের সম্মুখীন হয়। সাক্ষরতা প্রসারের মাধ্যমে মানুষ স্থানীয় বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগারগুলি থেকে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে। সাক্ষরতা দিবসের আহ্বান হোক--- আমরা শিখব, আমরা শেখাব, আমরা উদ্বুদ্ধ করব— যাতে করে আমাদের ভবিষ্যত হবে জ্ঞান ও সম্পূর্ণতায় ভরপুর।

ভারতবর্ষে সাক্ষরতার অবস্থা— আমাদের দেশে সাক্ষরতা বলতে বোঝানো হয় একজন ব্যক্তি পড়তে ও লিখতে পারে কি না। ভাষাটা মূল বিষয় নয়। সাক্ষরতা বলতে মূলত একজন মানুষ যুক্তিপূর্ণভাবে এবং সহজে অন্য মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারছে কি না।

ইউনেস্কোর সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার ৭২ শতাংশ। ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে

এরপর দুয়ের পাতায়

সম্পাদকীয়

আরো একটি বছর অতিক্রম করে স্টুডেন্টস হেলথ হোম ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রতিটি বছরের মত এ বছরেও আমরা স্মরণ করি ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য উদ্যোগ কর্মসূচীতে ছয় দশকের উপর একটি গৌরবময় উপস্থিতি। হেলথ হোম এই কর্মকাণ্ডে বিশেষ মর্যাদা দাবী করে, স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনকে জোরদার করতে এবং হেলথ হোমের প্রসারে আমরা আরো একটি বছর অতিক্রম করলাম। এই উদ্যোগে সকলের অংশগ্রহণ অভিন্দনযোগ্য, সারা বছর ধরে কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রোবের সাথে এম আর আই ইউনিট স্থাপন এবং আধুনিক ডেন্টাল ইউনিট চালু। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হেলথ হোমের মূল কেন্দ্র ভবনের সংস্কার কর্মসূচী চালু হয়েছে। যেকোনো পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সফলতা নির্ভর করে সংগঠনের আর্থিক অবস্থার উপর, দুঃখের বিষয় হচ্ছে হেলথ হোমের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। কেন্দ্র থেকে পাঠানো অর্থের পরিমাণ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণে বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হচ্ছে, ব্রাদারহুড কার্ডে অর্থ সংগ্রহ সন্তোষজনক নয়। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও হেলথ হোমের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিবির স্থাপন করে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। আশা করা যায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

একের পাতার পর

৮ সেপ্টেম্বর—বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস

দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার ৭৪ শতাংশ। এটা বলা যেতেই পারে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ২৫ থেকে ২৭ শতাংশ মানুষ সাক্ষর বিহীন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অশিক্ষিত মানুষ ভারতবর্ষে বসবাস করে। ভারতবর্ষ যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিকে এগোচ্ছে তখন দেশের সরকারকে অবশ্যই এই বিপুল সংখ্যক সাক্ষরবিহীন মানুষের কথা ভাবতে হবে। কারণ এই অবস্থাকে অস্বীকার করা যাবে না যে ভারতবর্ষের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন মানুষ লিখতে এবং পড়তে জানে না।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ৫১তম বর্ষেপা দিয়ে ভারতবর্ষকে পুনরায় পর্যালোচনা করতে হবে যে তারা এতদিন যে যে পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার ফল কি ফলেছে। ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাক্ষরতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে ভারতীয় জাতির উন্নতি একেবারে সম্ভব নয়। শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে দেশের সকলকেই পৌঁছতে হবে সমস্ত বয়স্ক সাক্ষরহীন মানুষের কাছে। তবেই আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা— পশ্চিমবঙ্গে নানান ধরনের বেসরকারী সংগঠন সাক্ষরতা প্রসারের কাজে লিপ্ত আছে। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আশির দশক থেকে এই সমিতি সাক্ষরতা প্রসারের কাজে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই সাক্ষরতা আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলনকে প্রসারিত করে চলেছে। এই সমিতির মূল লক্ষ্য কেবল মানুষকে সাক্ষর করা নয়, তার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধির কাজ করে যাওয়া। এরা মানুষের সাক্ষরহীন থাকার সূত্র খুঁজে বার করে এবং মানুষকে সচেতন করে তার সাক্ষরহীন থাকার জন্য দায়ী কে? মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করতে পারলেই সে বুঝতে পারবে তার পরিবেশের উন্নতি করতে হলে কি কি করতে হবে, তার স্বাস্থ্য, তার সমাজ এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে সাক্ষরতা আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন সার্থক হবে যদি মহিলাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়। একজন শিক্ষিত মায়ের সন্তান কখনও অশিক্ষিত থাকতে পারে না।

একের পাতার পর

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যদিবস ১০ অক্টোবর

Mental Health।'' ২০১৫ সালের বিষয়বস্তু হল— সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাহায্য ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে তোলা, মানসিক রোগ সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ও অপবাদজনিত ধারণা দূর করা ও তাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো। ২০১৪ সালের বিষয়বস্তু ছিলো— সমাজ ও সংসারে সহানুভূতি প্রদান করলে ও রোগের চিকিৎসা পেলে ''SCHIZOPHRENIA'' রোগের শিকারগ্রস্ত মানুষ সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম। ২০১৩ সালে বয়স্ক মানুষের মানসিক সমস্যাকে তুলে ধরে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার মানসিকতা বৃদ্ধির কাজ হয়েছিল। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে হতাশার (Depression) উৎস, প্রতিকার ও উপশম নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু হয়েছিল।

ব্রেনের স্নায়ুর রাসায়নিক পদার্থ (সেরোটোনিন, ডোপামিন ইত্যাদি ব্রেনের সাইনাপটিক ক্লেফটে নিঃসৃত হওয়ার সময়ে) বাড়া-কমার কারণে মানুষ অবসাদজনিত ব্যাধির শিকার হন। কর্মে অনীহা, কমবেশি ঘুম, চোখের কোনে কালি পড়া, বেঁচে থাকার অনীহা, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। তাই দ্রুত মানসিক রোগীকে সুস্থ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে— তবেই সার্থক হবে।

মহাসমারোহে উদযাপিত চিকিৎসক দিবস

১লা জুলাই রবিবার স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে ডাক্তার ও ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা মহাসমারোহে উদযাপিত হল পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৩৩তম জন্মদিন উপলক্ষে চিকিৎসক দিবস। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের মূল ভবনের একতলায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে— স্টুডেন্টস হেলথ হোম, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-পশ্চিমবঙ্গ শাখা, দন্ত চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনে--- গ্রেটার কলকাতা ব্রাঞ্চ, জুনিয়র ডক্টরস, ডেন্টাল স্টুডেন্টস ডি এফ ডি, ইউ ডি এফ ও কিছু আই এম এ ব্রাঞ্চ। এই শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য হেলথ হোমের পক্ষ থেকে হোমের আজীবন সদস্য ও অ্যাসোসিয়েট সদস্য ও বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাদের অনেকেই এসে রক্তদান করে যান। মোট ৩৩ জন রক্তদান করেন। এদের মধ্যে মহিলা ছিলেন ৩ জন। রক্তদাতাদের প্রত্যেককে একটি করে স্মারক উপহার তুলে দেন হোমের নেতৃবৃন্দ।

গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে বেলা ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই শিবির পরিচালিত হয়। ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন সংগঠনের এই উদ্যোগকে হেলথ হোম কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ জানায়। অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখার্জী সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা এবং স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রী সমীর মৈত্র, প্রাক্তন লোকসভার সদস্য শ্রী শুধাংশু শীল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বনসৃজন

স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫/৭/২০১৮ তারিখে হেলথ হোমের চত্বরে মহা সমারোহে বনসৃজন উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কৌশিকানন্দ মহারাজ, অধ্যক্ষা সুজাতা ব্যানার্জী, হোমের সভাপতি, সম্পাদক এবং বন দপ্তরে বিভাগীয় আধিকারিকগণ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুনীতি কুমার বিশ্বাস। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন হোমের স্বেচ্ছাসেবিকা ও সংগঠকবৃন্দ।

গত ২১ জুলাই ২০১৮ স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গোয়ালজান রিফিউজি গার্লস হাইস্কুলে মহা সমারোহে গাছ লাগানো কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয়

২০শে জুলাই ২০১৮ স্টুডেন্টস হেলথ হোম কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সহায়তায় কলকাতার সেন্টপলস হাইস্কুলে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬৮ জন ছাত্রের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে স্ক্রিনিং করা হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালকবৃন্দ সহ প্রধান শিক্ষক রাফেল মণ্ডল এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮ জুলাই ২০১৮ স্টুডেন্টস হেলথ হোম কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সহযোগিতায় শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা ও স্ক্রিনিং অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০৬ জন ছাত্রকে স্ক্রিনিং করা হয়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর আমতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় শিবির সংগঠিত হয়। এর আগে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক আলোচনা শিবির হয় এবং ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়।

উৎসবের খবর

এবারের রাজ্য স্তরের উৎসব হবে জলপাইগুড়িতে সোনাউল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে আগামী ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮। জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র সেজে উঠেছে উৎসবের প্রস্তুতিতে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের সফল ভাবে উৎসব সংগঠিত করার খবর পাওয়া গেছে। বালি আঞ্চলিক কেন্দ্রে উৎসব হয়েছে গত ৪ঠা আগস্ট বালি গার্লস হাইস্কুলে। প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

আমতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে উৎসব হয়েছে ৮ই সেপ্টেম্বর পানপুর শশিভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে।

রামপুরহাট আঞ্চলিক কেন্দ্রে উৎসব হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর। এখানকার উৎসবে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।

মালদা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৬ই অক্টোবর বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রায় আড়াইশো ছাত্রছাত্রী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

কালিয়াগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫ই সেপ্টেম্বর কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ে। উৎসবের সূচনা করেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী কার্তিক চন্দ্র পাল। এছাড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা, কাকদ্বীপ ও চম্পাহাটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে।

সন্ধিক্ষণ

সন্ধিক্ষণ কলকাতা জেলার উদ্যোগে কেরিয়ার কাউন্সেলিং নিয়ে কলকাতা সত্যপ্রিয় ভবনে ৩২টি বিদ্যালয়ের ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এক অভিনব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, হতাশা কাটাতে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে নিয়মিত কাউন্সেলিং হচ্ছে। সন্ধিক্ষণের এই উদ্যোগে স্টুডেন্টস হেলথ হোম সর্বদা পাশে থাকবে। সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলার সুব্রত ভট্টাচার্য এবং চন্দন নস্কর ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পরামর্শ দেন। মনোবিদ পার্থপ্রতিম রায় কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রিয় নিয়োগী, মৃন্ময় রায় এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের রক্তদান শিবির

স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালনায় হেলথ হোম ভবনে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রক্তদানের প্রবণতা ছিল চোখে পড়ার মত। সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুষ্টিকর খিচুড়ি ভোজ অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সুনীতি বিশ্বাস মহাশয় ও সহ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন মাননীয় ছবি রঞ্জন মজুমদার। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মাননীয়া দেবারথি দেব চৌধুরি ও সংগীত পরিবেশন করেন সঞ্চালি দত্ত, সরোচিত সংগীত পরিবেশন করেন সৌরভ আম্বানী, নৃত্য পরিবেশন করেন পাপ্পু মণ্ডল, আবৃত্তি করেন শঙ্কু পাল ও সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। মোট ২৫ জন রক্তদান করেছেন।

চারের পাতার পর

সুকান্ত স্মরণে

ঝলমলে বাণিজ্যকেন্দ্রে। বোঝা টানার শেষ নেই। বিক্ষোভের শেষ নেই। দেশের তিন শতাংশের কুক্ষিগত সম্পদের পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাকিদের সুখ দুঃখের পরিসংখ্যান। বারুদ বুকে উশখুশ করা দেশলাইয়ের দল একজোট হচ্ছে ফেটে পড়বে বলে। সুকান্ত নেই, কিন্তু বিপ্লবের পদধ্বনি আজও শোনা যায়— কান পাতার অভ্যাস থাকলেই।

তাই সাহিত্য গুণাবলী বিচার না করেও বলতে পারি সুকান্তের শব্দরা বেঁচে আছে আজও। সুকান্ত বেঁচে থাকলে বয়স হতো এই আগস্টে ৯২ বছর। সুকান্ত নেই। কিন্তু রয়েছে তাঁর ''ঐতিহাসিক'' শব্দগুলো। ''আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র, নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ, অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা, আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন''। এতো সভ্যতার চেনা গতিপথ।

সংগঠন সংবাদ

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্টুডেন্টস হেলথ হোম

অঙ্কিতা ঘোষ

২রা সেপ্টেম্বর— স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠা দিবসে, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রাণপুরুষ ত্রিগুণা সেন সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল মৌলালীতে অবস্থিত স্টুডেন্টস হেলথ হোমের মূল ভবনের প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হিসাবে অনুষ্ঠানের আসন অলঙ্কৃত করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মাননীয় শ্রী আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতোকস্তরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন হলেন আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, ১৯৫৫ সালে ত্রিগুণা সেনের হাত ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রিগুণা সেন ও ডাঃ অরুণ সেনের সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়। পরবর্তীকালে সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা হেলথ হোমের ইউনির্ভাসাল মেম্বারশীপ গৃহীত হয়।

১৯৭২ সালে একটা ফতোয়া জারি হয়। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেন, স্টুডেন্টস হেলথ হোম কমিউনিস্টদের সংগঠন। এই ভ্রান্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী হয়ে তৎকালীন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যোগাযোগ করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে।

ত্রিগুণা সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৫ সালে। সারাজীবন ধরে ত্রিগুণা সেনের কার্যকলাপ, সমাজের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ত্রিগুণা সেন ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। জার্মান যাওয়ার পথে জাহাজে ত্রিগুণা সেনের সাথে রাধাকৃষ্ণাণের সাক্ষাৎ হয়। ত্রিগুণা সেন খুব ভালো বেহালা বাজাতেন। বিদেশে যাওয়ার জন্য সমাজবিজ্ঞানী বিনয় কুমার সরকারের কাছে সেই বেহালা তিনি বিক্রি করেন। তৎকালীন সময়ে ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি না দিলেও হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেয়।

পরবর্তীকালে ত্রিগুণা সেন ভাইস চ্যান্সেলার পদে আসীন হন। তিনি ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে কলকাতার মেয়র ছিলেন। গোপাল সেন, প্রবীর চন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের হাত ধরে ১৯৬২ সালে ত্রিগুণা সেনের অনুপ্রেরণায় রক্তদান শিবিরের সূচনা হয়। উপাচার্যর পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর যোগাযোগ দৃঢ় ছিল।

তৎকালীন সময়ে ত্রিগুণা সেন যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বলতেন, তিনি চিরকাল চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না, মন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পরেও তিনি এ কথার বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করেননি। জীবনের শেষ অধ্যায়ে যখন ত্রিগুণা সেন নিজের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন নিত্যনৈমিত্ত্য ছাত্রদের কাছ থেকে হেলথ হোমের খবর নিতেন। তাঁর হেলথ হোমের প্রতি এতটাই ভালোবাসা ছিল যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনের মণি কোঠায় তিনি হেলথ হোমকে আগলে রেখেছিলেন। ১৯৯৫ সালে ত্রিগুণা সেন পরলোক গমন করেন। আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি ত্রিগুণা সেনের কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি, তাঁর আদর্শ আজও শাশ্বত।

হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকবর্গ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্র

সুমনা ঘোষ

১ জুলাই প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সম্মানার্থে দিনটি 'চিকিৎসা দিবস' হিসাবে পালিত হয়। দিনটির গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্রেও ডক্টর'স ডে পালন করা হয়।

ঐদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ছবিতে মাল্যদান করেন ডাঃ সুনীল কুমার শীল মহাশয়। এরপর ডাঃ সুনীল কুমার শীলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সদস্য দুর্গাদাস বিশ্বাস, বাদল চ্যাটার্জী, মহম্মদ চাঁদ এবং সোমনাথ কোলে, মুণ্ডা পণ্ডিত, স্বপ্না চক্রবর্তীসহ হোমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। প্রতি বছরের মত এবছরও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মজীবন ও অবদান নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। এইভাবেই, চন্দননগর আঞ্চলিক কেন্দ্রে পালিত হয় উক্টরস ডে।

উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক স্তরের উৎসব-২০১৮

অঙ্কিতা ঘোষ

''বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি''— প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পিছনে ফেলে স্টুডেন্টস হেলথ্ হোম উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র সাফল্যের সাথে উৎসব-২০১৮-এর আঞ্চলিক স্তরের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করল গত ২৯ জুলাই, রবিবার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

বসে আঁকো, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও যোগাসন প্রতিযোগিতায় ৭০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে উৎসব-২০১৮-এর আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। উপস্থিত ছিলেন ডঃ পবিত্র গোস্বামী, ডঃ সুরূপা দাশগুপ্ত, অভয় ঘোষাল, চন্দন নস্কর, ডাঃ সঞ্জীব মিত্র, প্রদীপ সেনগুপ্তসহ স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্র

মানবিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার প্রয়াত ডাঃ মনোজকুমার বর্মনের স্মরণে স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে গত ৪ঠা জুলাই, ২০১৮ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। প্রধান অতিথি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার মাননীয় প্রফেসর ডাঃ উৎপল দাঁ হোমের পতাকা উত্তোলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং একইসাথে হোমের প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ করেন। এই শিবিরে ১৮ জন ছাত্রী সহ মোট ৬১ জন রক্তদান করেন। এই শিবিরে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডেপুটি সুপার মাননীয় ডাঃ অমিতাভ সাহা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাননীয় অরুপ চৌধুরী (গাছ মাস্টার)। এছাড়াও স্থানীয় কাউন্সিলর সুশান্ত প্রামাণিক, ডাঃ মনোজকুমার বর্মনের পরিবারের সদস্যগণ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে গাছের চারা প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক কৌশিক দাশগুপ্ত, ফান্ড-ইনচার্জ ডাঃ গণেশ চন্দ্র গায়েন এবং হোমের সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২রা জুলাই, ২০১৮ চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে আইএমএ বর্ধমান শাখার সহযোগিতায় কাঞ্চননগর ডিএন দাস হাইস্কুলে ৮০ জন ছাত্রী ও ২৪ জন ছাত্র মোট ১০৪ জনের থ্যালাসেমিয়ার বাহক নির্ণয়ের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক কৌশিক দাশগুপ্ত, ফান্ড-ইনচার্জ ডাঃ গণেশচন্দ্র গায়েন এবং হোমের সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

রক্তদান শিবির

স্টুডেন্টস হেলথ হোম ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১লা জুলাই, ২০১৮ চিকিৎসক দিবসে I.M.A. Jhargram Branch-এর সহযোগিতায় I.M.A. Building এ একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত শিবিরটির শুভ উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলার C.M.O.H. ডাঃ অশ্বিনী মাঝি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রণব রঞ্জন মজুমদার। হেলথ হোমের পরিচালন সমিতির সদস্যরা এবং I.M.A. ঝাড়গ্রাম শাখার ডাক্তারবাবুরা উপস্থিত ছিলেন। ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সকলের আগ্রহে, উদ্দীপনায় শিবরটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র

রাখী বন্ধন ঃ ২৬শে আগস্ট ২০১৮ বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হল রাখী বন্ধন উৎসব। ক্লিনিকের চিকিৎসা নিতে আসা অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীসহ চিকিৎসকদের চেম্বারে গিয়ে রাখী পরিয়ে আসে হোমের ছেলেমেয়েরা।

বেলঘরিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের উৎসব-২০১৮

বেলঘরিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব ২০১৮, আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুলে ০১.০৯.২০১৮, শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হেলথ হোমের সভাপতি মাননীয় ডঃ গৌতম মুখার্জী মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক শ্রী তাপস সিনহা মহাশয়। এই প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বেলঘরিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি, কামারহাটী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়। এই প্রতিযোগিতায় ২৮ জন বিচারক বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, হোমের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সদস্যগণ এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করেছেন।

বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

হোমের বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংগঠনের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসটি উদযাপিত হলো নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সকাল ৯.৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী ছবিরঞ্জন মজুমদার মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ সংগঠক ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী সুনীত কুমার বিশ্বাস মহাশয়। হোমের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকেই ছাত্র স্বাস্থ্য রক্ষায় ও পরিষেবা দানে হোমের নিরলস প্রয়াস ও বর্তমান পরিস্থিতিতে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক শ্রী শ্যামল সাহা, প্রবীণ সংগঠক শ্রী সুনীতি কুমার বিশ্বাস, প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ও সংগঠক ডাঃ নির্মল সাহা, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী তপন সামন্ত মহোদয়গণ। এরপরে হোমের স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী ছবিরঞ্জন মজুমদার মহাশয়। সকাল ১১টায় শুরু হয় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। শিবিরটি উদ্বোধন করেন মাননীয় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিশ্বাস মহাশয়। ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে রক্তদান করেন। এরপরে ''স্বাস্থ্যনীড়'' দেওয়াল পত্রিকাটি উন্মোচন করেন মাননীয় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মহাশয়। ডোমকল বি টি (৮.৯.১৮) হাইস্কুলে বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শিবির সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হল।

জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হোম-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০.৩০-এ হোমের পতাকা উত্তোলন করেন আঞ্চলিক কেন্দ্রের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। হোম-এর ক্লিনিক-এর পুনঃস্থাপনা এবং রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় সাংসদ শ্রী বিজয় চন্দ্র বর্মন। মোট ১১৬ জন রক্তদাতা (৮০ জন ছাত্র সহ) রক্তদান করেন। এই উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক। দুই শতরও বেশী ছাত্র-শিক্ষক-চিকিৎসক সহ শিক্ষানুরাগী মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মালদা আঞ্চলিক কেন্দ্রের রক্তদান শিবির

স্টুডেন্টস হেলথ হোম মালদা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২১শে জুন ২০১৮ গাজোল কলেজে হেলথ চেকআপ এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩১ জন রক্তদান করেন এবং ১০০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সকলের আগ্রহে, উদ্দীপনায় শিবিরটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমে কেরিয়ার কাউন্সেলিং

অঙ্কিতা ঘোষ

উত্তর কলকাতা— মৌলালীতে স্টুডেন্স হেলথ হোমের উদ্যোগে ১৪ জুলাই ও ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মসূচী। হোমের উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র ও 'সাইকো জেনেসিস' সংস্থা যৌথভাবে শিবির আকারে এই কর্মসূচী শুরু করেন। বিশিষ্ট ডাক্তার সুরূপা দাশগুপ্ত, সুবর্ণ গোস্বামী, বিশিষ্ট মনোবিদ পার্থপ্রতিম রায়, অভয় ঘোষাল, প্রদীপ সেনগুপ্ত, চন্দন নস্করসহ বিশিষ্ট জনের হাত ধরেই শুরু হয় এই কর্মসূচী। এই কর্মসূচী অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন হেলথ হোমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মোট ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে সাইকোজেনেসিথের কর্ণধার মনোবিদ পার্থপ্রতিম রায় ও তাঁর সহকর্মীদের সাহচর্যে কেরিয়ার বিষয়ক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের শেষেপ্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের হাতে পরামর্শ সম্বলিত রিপোর্ট তুলে দেয়া হয়।

সুকান্ত স্মরণে

শব্দেরা জেগে আছে

চন্দন নস্কর

সুকান্ত জন্মদিবস নিয়ে রচনা লেখা নয়। সুকান্তের কবিপ্রতিভা বা সাহিত্য রচনার কাটাছেঁড়া করাও বিদগ্ধ মানুষদের কাজ। আমার মত নিতান্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে বরং যেটা সম্ভব ছিল তা হল আরেকবার সুকান্ত রচনা সমগ্রের পাতা উল্টে দেখা। আর সেটা করতে গিয়ে আটকে গেলাম কিছু আটপৌরে চেনা শব্দে। যে শব্দেরা আজও ধ্রুবতারার মত জেগে আছে।

প্রকৃতপক্ষে সুকান্তকে শুধু কিশোর কবি কিংবা মতাদর্শের আলোকবর্তিকা বয়ে নিয়ে চলা ছকে বাঁধা একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দেখলে খণ্ডিত দর্শনের ভ্রান্তি ঘটবেই। তাঁর লেখার বিষয় ও শব্দগুলি কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উড়ে আসা স্লোগান নয় বরং তা শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, গরিব মানুষের জীবনের উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ক্ষোভ, অভিমান, আশা, হতাশার দিনলিপি, তাদের গদ্যময় জীবনের বাক্যালাপ। যা মাটির পৃথিবীর সাথে মিলিয়ে দেয় রাজপথের রাজনীতিকে।

যে শব্দগুলো তিনি সেদিন ব্যবহার করেছিলেন এবং যে ভঙ্গিমায় তা লেখাতে এনেছিলেন তা সেদিনকার যেকোনো সাহিত্য রচয়িতার থেকে তাঁকে নিঃসন্দেহে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করেছে। আজও যখন সেই শব্দগুলোর সাথে সাক্ষাৎ হয় মনে হয় সুকান্ত আসলে চিরকালীন মানবতার দূত হিসেবে অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত করেছেন সোজা সাপটা মানুষের কথা। বিপন্ন ও বিষণ্ণ এই সময়ের স্টপেজ দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে তাই একবার দেখার চেষ্টা করা সেই শব্দদের।

ভনিতা ছেড়ে এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। সুকান্ত সমগ্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে ''মজুতদার'', ''রেশন'', ''হরতাল'', ''ঠিকানা'', ''স্পর্ধা'', ''বিদ্রোহ'', ''ইতিহাস'', ''বারুদ'', ''যুদ্ধ'', ''দুর্ভিক্ষ'', ''কনভয়'', ''ফসল'', ''কৃষক'', ''বিক্ষোভ'', ''মিছিল'', ''বিপ্লব'', ''মহামানব'', ''মজুর'' এবং আরো আরো অনেক শব্দ। এই সবগুলো একসাথে মেলালে জন্ম নেয় একটা অস্থির সময়ের কোলাজ, যে সময় উপানিবেশবাদের গ্রহণ মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে। আবার প্রতিটি শব্দের কি নিদারুণ অভিঘাত। ইতিহাসের কি নিয়তি, প্রায় আশি বছর পরেও প্রতিটি শব্দ আজ দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক।

রেশনের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে এদেশ বেঁচেছে মারি, মড়ক ও মন্বন্তরের সাথে। সেদিন ক্ষুধা আর কালোবাজারির পাটিগণিত চলেছে সমানতালে, পাশাপাশি। আজকের স্বাধীনতার দিনেও সেই সমীকরণ বদলায়নি। আদানি আম্বানি আর এফ সি আই এর কল্যাণে মজুতদারি আধুনিক চেহারা পেয়েছে। দেশে খাদ্য সুরক্ষা আইন হয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক মানুষের কাছে গণবন্টন ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হয়েছে। রেশনের চাল পচেছে গুদামে তবু অনাহারক্লিষ্ট আর বুভুক্ষ নাগরিকের কাছে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে কালো-বাজারি, কালো টাকার আয়তন বেড়ে চলেছে। ফলে নতুন করে খিদের গণতন্ত্রের পথে আমরা। রেশনের খবর তো আর এগিয়ে থাকা পত্রিকায় জায়গা পায় না। শহুরে মধ্যবিত্তের বোকা বিনোদন বাক্সেও সে খবর ঢোকে না। সুকান্তও নেই যে ''রেশন কার্ড'' নামে ছড়া লিখবেন কিংবা প্রশ্ন করবেন ''শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়, হিসেব কি দিবি তার?'' খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস জানে কজন?

''হরতাল'' শব্দটা শুনলে তো এখন অনেকে নাক সিঁটকায়। পারলে সেইসব আত্মবিস্মৃত উন্নাসিকের দল একবার সুকান্তের ''হরতাল'' গল্পখানা পড়ে দেখতে পারেন। তিনি শ্রেণি বলেননি কিন্তু মজুরকে এঁকেছেন। আজ কলকারখানা থেকে বেরুনো মজুরের মিছিল কখনো ছুঁয়ে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালের চিকিৎসক, পেশাদার অভিনয় কর্মীদের। সাম্প্রতিক সময়ে হরতাল যেন বিশ্বজুড়ে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। আসলে উদার অর্থনীতির অবাধ পণ্যায়ন টেনে এনেছে কলম পেশা মজুর, নাড়ি টেপা ডাক্তার কিংবা সাজঘরের অভিনয় শিল্পীকে দিনের শেষে এক পংক্তিতে, বিপরীতে মুনাফালোভী মালিক বা তার দালাল। বিক্ষুব্ধ সময়ে বিরুদ্ধতার চাবুক হাতে তুলতে না পারলে যে তোমার স্বদেশটাই চুরি হয়ে যায়— এই বোধটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। তাই ''শাসক আর শোষকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত হোক আমাদের সংহতি''-সুকান্তের সময়ের প্রার্থনা আজ আমাদেরও।

''স্পর্ধা'' শব্দটার সাথে তারুণ্যের যেন সনাতন সম্পর্ক। ''আঠারো বছর কবিতা''য় সবচেয়ে উজ্জ্বল যে দিকটি তা ওই দু-অক্ষরের ''স্পর্ধা''। যা কখনো দুঃসাহস কখনো সম্ভাবনা হয়ে হাজির হয়। এই বদলানো সময়েও স্বেচ্ছাচার আর স্বৈরাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা প্রশ্ন করছে ''রাজা তোর কাপড় কোথায়?'' তারা সেই আঠারোই। সে আফগানিস্তানের মালালা কিংবা যাদবপুর কিংবা জে এন ইউ। স্পর্ধাটাই আসল। ''স্পর্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি''। ''স্পর্ধা'' জেগে আছে।

''ঠিকানা'' খোঁজার শেষ হয়নি আজও। সুদূর মায়ানমার থেকে স্বদেশে আসাম। কাঁটাতারে ঘেরা একখণ্ড জমির সাথে জড়ানো মানুষের পরিচয়, জাতীয়তা। সেদিনের সেই পরিচয়ের লড়াই আজও চলেছে। বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা দেশের মাটি রাতারাতি নিরাপত্তাহীন, অনাত্মীয়। সুকান্ত অবশ্য মুক্ত স্বদেশের ঠিকানা দিয়ে শেষ করেছিলেন। আজ কি হবে মুক্ত স্বদেশে?

ইতিহাসের রাজপথ বেয়ে ছুটে আসা কনভয়ের পেছনে খাদ্য শস্য আঁকড়ে ধরা জনতাকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন সুকান্ত। তারা এগিয়ে আসছে ঝলসানো কঠোর মুখে, অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে। হিংসাদীর্ণ এ পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, কোরিয়া কিংবা আমাদের কাশ্মীর। কনভয়, সাঁজোয়া গাড়ির রংটাই বদলেছে মাত্র, মেজাজটা একই। সেদিন যেমন ছিল।

সময়পঞ্জি মেনে দেখলে বোঝা যায় সুকান্তের দিনগুলি ছিল ''বিদ্রোহ'', ''বিক্ষোভ'' আর মিছিলের। পরাধীন দেশে সূর্যোদয়ের ভোর আর রানারের ক্লান্ত জীবনের রাত শেষ হয়ে সূর্য ওঠার আকাঙ্ক্ষা তখন মিলেমিশে একাকার। আজ দেশ স্বাধীন কিন্তু শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষ মিছিলে হাঁটছে মহারাষ্ট্রের ফুটিফাটা জমির বুক চিরে রাতের অন্ধকারে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মুম্বাইয়ের আলো

এরপর দুয়ের পাতায়

চিকিৎসক দিবসে ডাক্তার সংবর্ধনা

প্রতি বছরের মত এই বছরেও স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পক্ষ থেকে দুইজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং হেলথ হোমের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য আন্দোলনের সাথী হেলথ হোমের নবদ্বীপ আঞ্চলিক কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ কানাইলাল সাঁই এবং হেলথ হোম উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ গণেশ বেদজ্ঞকে চিকিৎসক দিবসে সংবর্ধনা জানানো হয়। হেলথ হোমের মূল ভবনের তিনতলার হলঘরে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সভা শুরু হয়। সভায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন হোমের সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসা জগতে যে নৈরাজ্য চলছে তার নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। তুচ্ছ কথায় ডাক্তারদের মারধোর করা হচ্ছে। প্রশাসনের মদত ছাড়া এই কাজ হতে পারে না। সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য তার ভাষণে হেলথ হোমের আর্থিক দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে তাদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি বলেন, এই দুইজন ডাক্তারবাবুদের সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। আজ ৬৬ বছর ধরে নিজে নিজেকে সাহায্য করার যে আন্দোলন অর্থাৎ হেলথ হোম আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না যদিনা ডাক্তারকুলের এই নিরলস সহযোগিতা পাওয়া যেত। হেলথ হোমের প্রাক্তন সভাপতি প্রখ্যাত রেডিওলজিস্ট ডাঃ রমেন কুণ্ডু মহাশয়কে ২০০২ সালে এইরকম একটি চিকিৎসক দিবসে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তবে ঐ সময় মানপত্র দেবার ব্যবস্থা না থাকায় তা দেওয়া যায়নি। এই সভায় তিনজন ডাক্তারবাবুর মানপত্র পাঠ করে সকলকে শোনানো হয়। পাঠ করেন ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী।

ডাঃ কানাইলাল সাঁহ-এর হাতে মানপত্র, স্মারক, ফুল ও মিষ্টি তুলে দেন হোমের সহ সভাপতি লুৎফুল আলম। ডাঃ গণেশ বেদজ্ঞর হাতে ফুল, মানপত্র, স্মারক ও মিষ্টি তুলে দেন অন্যতম সহ সভাপতি স্মৃতিভূষণ দেওয়ানজি। ডাঃ কানাইলাল সাঁই তাঁর ভাষণে বলেন যে সেবা করার মনোভাব নিয়ে চিকিৎসা করেছেন বলেই এত মানুষ তাঁকে ভালবাসেন। তাঁর চেম্বারে কোন ছাত্র-ছাত্রী রোগী হিসেবে এলে তিনি তার থেকে কোন অর্থগ্রহণ করেন না বরঞ্চ তাদের ওষুধ লিখে দিয়ে হেলথ হোমে গিয়ে ওষুধ সংগ্রহ করে নিতে বলেন। ডাঃ সাঁই-এর গুণগ্রাহী সিটি কলেজের অধ্যাপক, ড. প্রদীপ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে তাঁর শৈশবে ডাঃ সাঁই কিভাবে চিকিৎসার পাশাপাশি শিশুদের আদর করতেন তার নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নবদ্বীপ আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রী তপন মণ্ডল নবদ্বীপে ডাঃ সাই কতটা জনপ্রিয় তার নানান উদাহরণ তুলে ধরেন।

ডাঃ গণেশ বেদজ্ঞ তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের নানান উপদেশ তুলে ধরে জানান যে তিনি নিজে বিবেকানন্দের শিষ্য হিসেবে বিবেকানন্দের উপদেশ মত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। হেলথ হোমের উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রী চন্দন নস্কর ডাঃ বেদজ্ঞের চরিত্রের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করে জানান যে উত্তর কলকাতার মানুষের হৃদয়ে আজ ডাঃ গণেশ বেদজ্ঞ স্থান করে নিয়েছেন। পথের মোড়ে মোড়ে মানুষ চাতক পাখির মত অপেক্ষা করেন ডাক্তারবাবুকে পাবার জন্য। উত্তর কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা দুইজন ডাক্তারবাবুকে উপহার প্রদান করেন।

চিকিৎসক দিবসে হেলথ হোমের একটি নতুন ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন কেনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দান করেন অধ্যাপক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ ও তার স্ত্রী পিয়ালি প্রহরাজ। তাঁরা প্রয়াত তনিমা সেনগুপ্ত ও পীযুষ মুখার্জীর স্মৃতি রক্ষার্থে এক্স-রে কক্ষটি উৎসর্গ করার আবেদন জানান। এই অনুষ্ঠানে এস বি দেওয়ানজি ২০ হাজার, শান্তিনগর সাপুইপাড়া হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতি রীতা দাশগুপ্ত ২৫ হাজার এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক শ্রী সমীর মৈত্র তাঁর পেনশন তহবিল থেকে ২০ হাজার টাকা হেলথ হোমকে দান করেন। চিকিৎসক দিবসে বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দাঁতের চেকআপ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন হেলথ হোমের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা শ্রীমতী সুনীতা শ্রীবাস্তব।

হারিয়ে গেল শীলা ব্যাপারী

শীলা ব্যাপারী। ছোটোখাটো চেহারার টুকটুকে ফর্সা মেয়েটি। অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম। স্কুলে পড়াকালীন তার মারণ রোগ ধরা পড়ে। বহু প্রতিষ্ঠান ঘুরে কলকাতার স্টুডেন্টস হেলথ হোমেই ধরা পড়ে সেই রোগ--- ফালমিনেটিং আলসারেটিভ কোলাইটিস। হোমের সহযোগিতায় পিজি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসায় সাময়িক সুস্থ হয়। কিন্তু অচিরেই শীলা বুঝতে পারে এ রোগ তার পিছু ছাড়তে আসেনি। চিকিৎসা বা ওষুধ নিতে মায়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এসেছে হোমে। তাই হোমের সকলের সাথেই ছিল তার আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও পড়াশোনাটা চালিয়ে গেছে। কলেজ পেরিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে এমএ পাশ। একদিন হোমে এসে সকলকে প্রণাম করে জানিয়ে গেল এস, এস, সি দিয়ে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছে মেদিনীপুরে। আসল চমকটা এর মাস দুয়েক পর। শীলা হেলথ হোমে এসে বললে, এখন বেতন পাচ্ছি তাই হোমের দেওয়া ওর চিকিৎসার টাকা প্রতি মাসে-মাসে কিছু দিয়ে শোধ করতে চায়। যাতে ওর মত অন্যেরাও বিপদের দিনে এভাবে সাহায্য পায়। ভাবা যায়! অতি সাধারণ পরিবারের এক মেয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে, কত বড় মনের অধিকারী! তাঁর এই আপসহীন লড়াইয়ের জীবন নিয়ে ডাঃ পবিত্র গোস্বামী তৈরি করেছেন ''কিন্তু গল্প নয়।'' কাহিনী চিত্র। মাস দুয়েক আগে কলকাতায় বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবির মুখ্য বাস্তব চরিত্রের শীলা ব্যাপারী আজ আর নেই। সবাইকে কাঁদিয়ে গত ২৩ জুলাই চিরবিদায় নিয়েছে এই লড়াকু মেয়েটি। কিন্তু তার আজীবন লড়াইয়ের কাহিনী আর তাতে 'স্টুডেন্টস হেলথ হোমের' যোগ্য সংগতের গল্প বলছে 'কিন্তু গল্প নয়'। সাধারণ মেয়ের অসাধারণ লড়াই উদ্বুদ্ধ করুক আরো অনেককে। এভাবেই শীলা বেঁচে থাকুক।

স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ২২১২-৬৫০০/৭৩৩৫/৬৩৮৯